হারিয়ে যাচ্ছে উৎসব-পার্বণ

আগে দেখতাম দেশের বিভিন্ন স্থানে শরৎ উৎসব, বসন্ত উৎসব, নবান্ন উৎসব, পৌষমেলা ইত্যাদি অনুষ্ঠান হতো। এখনো হয়, কিন্তু তার পরিসর ছোট হয়ে গেছে। কিছু উৎসব শহরের অভিজাত শ্রেণির বিলাসিতা হিসেবে পালিত হচ্ছে, কিছু উৎসব কেবল গ্রামকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। এই ঐতিহ্যবাহী উৎসবগুলোকে লালন করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা রয়েছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে উৎসাহিত করা না হলে এসব উৎসব সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যাবে। ইতিমধ্যে অনেক উৎসব-পার্বণ হারিয়ে গেছে। বই-পুস্তকেও সেগুলোর পরিচিতি পাওয়া যাবে না। কারণ এসব নিয়ে তেমন একটা গবেষণাও হয়নি। এসব আদি অনুষ্ঠান রক্ষা করা না গেলে আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে।

কালাম খন্দকার
মালিবাগ, ঢাকা

স্বার্থপর মানুষ বিলীন হয়ে যায়

নিজের প্রশংসা এবং অন্যের বদনাম করে কেউ কখনো কিছু হাসিল করতে পারেনি। নদীর ঢেউ ও ইতিহাস নিজের মতো করেই চলে। নগণ্য আত্মকেন্দ্রিক অথবা নিন্দুকের কথায় ইতিহাসের কিছু এসে যায় না। যার যা প্রাপ্য, ইতিহাস তা দিতে কার্পণ্য করে না। নিজের প্রশংসা না করে বিনয়ী হলে এবং অন্যের ভালো উদ্যোগকে স্বাগত জানালে কেউ ছোট হয় না। এই কাজের মাধ্যমেও মানুষ বেঁচে থাকে। আমার দ্বারা যদি কেউ উৎসাহিত হয় এবং তার জীবনে ন্যূনতমও যদি পরিবর্তন আসে তাহলে অন্তত উপকৃত মানুষটি আমাকে মনে রাখবে, ভালবাসবে। স্বার্থপর মানুষ কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

সালমান ওসমান
শিবপুর, নরসিংদী

মেধা-মননের প্রদর্শন চাই

ঘরভর্তি মানুষের সামনে চাবি দেয়া পুতুলের মতো মডেলরা যখন র‍্যাম্পে অঙ্গভঙ্গি করে হেঁটে বেড়ায় তখন আমার তাদের জন্য কেন জানি দুঃখ হয়, মায়া লাগে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশাল জগৎ ছেড়ে তারা এসব কী নিয়ে মেতে আছে? কোন মোহে তারা রোবট জীবন বেছে নিচ্ছে? মেধা ও মননের পরিবর্তে তারা নিজেদেরকে প্রদর্শন করছে। পণ্যের মতো নিজের গায়ে মোড়ক লাগিয়ে তারা এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছে। এর মাধ্যমে হয়তো অর্থ ও নাম হচ্ছে। কিন্তু এতে তারা নিজের সত্তাকে কি হারিয়ে ফেলছে না?

কানিজ ফাতেমা
রমনা, ঢাকা

সম্ভাবনার মহাসড়কে বাংলাদেশ

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের রফতানি পণ্যের মধ্যে পাট, চা ও চিংড়ি ছিল উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে '৭২ সালে প্রথমবারের মতো এই খাতগুলো আলোর মুখ দেখতে পায়। সে সময়েই প্রথম বিনামূল্যে পাটের বীজ সরবরাহ এবং প্রান্তিক চাষিদের কাছ থেকে সরকার সরাসরি পাট ক্রয়ের মাধ্যমে এ খাতকে উৎসাহিত করে। চা ও চিংড়ি উৎপাদনেও নেয়া হয় যুগান্তকারী পদক্ষেপ। বর্তমানে ওই তিনটি খাতকে পেছনে ফেলে শীর্ষে স্থান করে নিয়েছে তৈরি পোশাক, চামড়া ও চামড়াজাতদ্রব্য, ওষুধ, প্লাস্টিক সামগ্রী, কাগজ, চাল ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্য এবং জনশক্তি রফতানি। বাংলাদেশে সম্ভাবনার দ্বারগুলো প্রতিনিয়ত খুলে যাচ্ছে। দেশের ও জনগণের বৃহত্তম স্বার্থে এগুলোর যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণ, আবশ্যক।

মাহবুব মিয়াজী
রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর

ভালো প্রবৃত্তিকে ডানা মেলতে দিন

শিল্পী মানুষ মঙ্গলগ্রহ থেকে টুপ করে পৃথিবীতে পড়ে না। একজন আলোকচিত্রীর আলোকচিত্রী হয়ে ওঠার আগের এবং পরের ঘটনায় পরম্পরা থাকে। জীবনের মহাভারতের মধ্যে দিয়ে, শিক্ষাকে পাথেয় করে, শিল্পকলা ও সংস্কৃতির নানা পথ দিয়ে একজন মেধাবী মানুষ একজন শিল্পী হিসেবে মর্যাদা পান। নতুন প্রজন্মের অনেক 'শিল্পী'র সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক নেই, সংগীত নাকি তাদের ভালো লাগে না, বই পড়তে তাদের একঘেয়েমি লাগে, বিজ্ঞান পড়লে মাথা ধরে, তারা বৃষ্টিতে ভেজে না, রাজনৈতিক সচেতনতাকে তারা বলে 'বুল শিট'। তারাই আবার বড় শিল্পী হতে চান। পূর্ণাঙ্গ শিল্পী হতে হলে আপনার মধ্যে যত ভালো প্রবৃত্তি আছে তার সবগুলোকে ডানা মেলতে দিন।

আবরার রহমান
উত্তরা, ঢাকা

ডাকটিকিটের স্মৃতি

ডাকটিকিট ছিল বাল্যবন্ধু। তাই এখনো ভুলতে পারিনি। এখনো ডাকটিকিটের পুরনো অ্যালবামটি খুলে দেখি। খুললে মনটা ভালো হয়ে যায়। এক একটি ডাকটিকিট এক একটি স্মৃতির জানালা। কত স্মৃতি, কত কষ্ট, কত আনন্দ যে ডাকটিকিটগুলোর সঙ্গে জড়িত! একটি ডাকটিকিটের লোভে কোথায় কোথায় চলে যেতাম! টিফিনের টাকা জমিয়ে ডাকটিকিট কিনতাম। ডাকটিকিট নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে সে কী ঝগড়া! আবার বন্ধুর সঙ্গেই আন্তরিক বিনিময়। আনন্দের পাশাপাশি মনটা খারাপও হয়। আমাদের সন্তানরা কতকিছু থেকে বঞ্চিত, তাই না?

আমেনা খানম
কাপাসিয়া, গাজীপুর

শিল্পীর কাদামাটির মন

আমার ধারণা, শিল্পীর সত্তা অপমানিত হলে আর বাঁচে না। অপমান নামক নোংরা কীট শিল্পীকে তিলে তিলে খেয়ে ফেলে। সাধারণ মানুষের চেয়ে একজন শিল্পীর আত্মসম্মান অনেক বেশি থাকে। আত্মসম্মানে যখন আঘাত আসে তখন শিল্পী ভেঙে পড়ে। শিল্পীর মন কাদামাটির মতো নরম। একজন শিল্পীকে শেষ করে

স্ন্যাপশট　একাকী

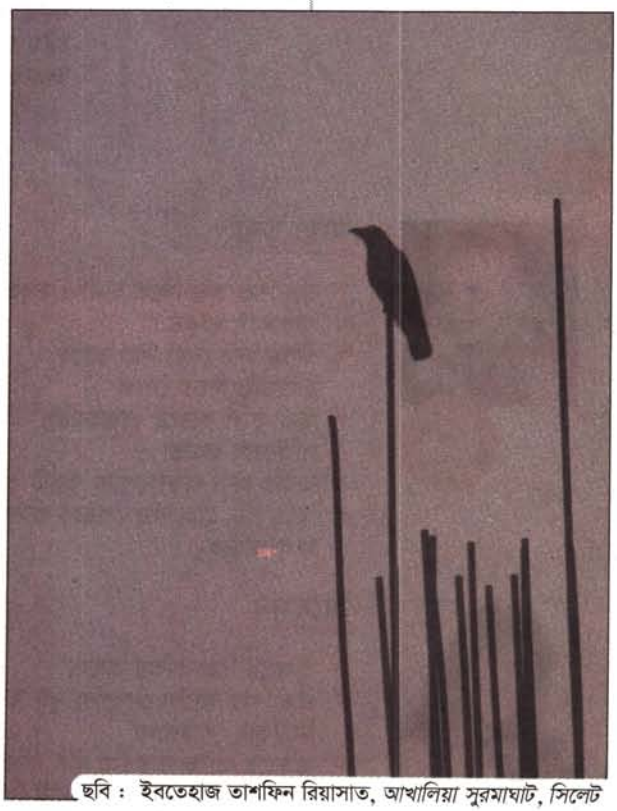

ছবি : ইবতেহাজ তাশফিন রিয়াসাত, *আখালিয়া সুরমাঘাট, সিলেট*

দিতে অপমান মোক্ষম অস্ত্র। প্রকৃত শিল্পীর কাছে অর্থ, বৈভব, প্রতিপত্তির মূল্য নেই। সে চায় তার প্রাপ্য সম্মান। সে চায় তার শিল্পকলা চর্চা করার অবাধ সুযোগ। একটু ভালবাসা ও সম্মানের জন্য শিল্পী নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে। আবার একটু ঘৃণা ও অপমানে সে বিলীন হয়ে যেতে পারে।

শামসুল হক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

হজের জন্য জলপথ

প্রতি বছর আমাদের দেশ থেকে অনেক লোক হজ পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কায় যাত্রা করেন। কিন্তু আমাদের দেশ থেকে পবিত্র মক্কায় যাওয়ার একমাত্র আকাশ পথ হওয়ায় বিমানের উপর চাপ পড়ে বেশি। ফলে বিমান জটিলতায় পড়ে, শেষ পর্যন্ত অনেকে হজে যেতে পারেন না। অথচ চট্টগ্রামে, আমাদের একটি বৃহৎ বন্দর থাকার পরও এই পথ ব্যবহার হয় না, যা খুবই দুঃখজনক। এই পথে আসা-যাওয়া করলে অনেকে উপকৃত হতেন। বিষয়টি কর্তৃপক্ষের ভেবে দেখা দরকার।

আকাশ
বগুড়া

সাপ্তাহিক ২০০০ ঈদসংখ্যা

আমি একজন সাধারণ পাঠক। গত কয়েক বছর ধরে কয়েকটি ঈদসংখ্যা কিনি, পড়ি। এবারো অন্যান্য ঈদসংখ্যার সঙ্গে সাপ্তাহিক ২০০০ পড়েছি। নিবন্ধ-প্রবন্ধ, গল্প-কবিতা-উপন্যাসের মধ্যে আমার সবচেয়ে ভালো লাগে উপন্যাস। সাপ্তাহিক ২০০০-এর ঈদসংখ্যায় 'সেকালের সাহেবের বাংলা শেখা' আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। ফরিদুর রেজা সাগরের 'সংবাদ নয় সংযোগ' এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলার মতো। গালিবিয়াৎ তো শের প্রেমীদের জন্য একটি মূল্যবান উপহার। সায়েন্স ফিকশন 'দ্বিতীয় ধরন' লিখেছেন শেখ আবদুল হাকিম। ভিএস নাইপল লেখক হওয়ার পথে নতুন লেখকদের অবশ্যই পাঠ্য। শাকুর মজিদের ভ্রমণ ভালো লেগেছে, জাকির তালুকদারের উপন্যাসে তোজাম্মেল ভাইয়ের চরিত্র ভালো লেগেছে। আহমাদ মোস্তফা কামালের উপন্যাস, কেমন সেটা পাঠকরা পড়লে বুঝতে পারবেন। বার্সেলোনার হলুদ ট্রাম এবং অন্যান্য দারুণ, মাহফুজুর রহমান ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন পাবলো নেরুদা'র বাড়ি নিয়ে।

জালাল উদ্দিন
কদমহাটা, মৌলভীবাজার

অরাজকতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে

মার্কিন সরকার সাদ্দামের স্বৈরাচারিতার অজুহাতে ইরাককে তছনছ করে ফেলেছে। আফগানিস্তানকে অস্থিতিশীল করে রেখেছে আল-কায়দার বিরুদ্ধে অভিযানের মধ্য দিয়ে। এখন আইএস-এর নামে সিরিয়াকে খণ্ড-বিখণ্ড করে নিয়ন্ত্রণে নেয়ার অভিযানে নেমেছে যুদ্ধবাজ যুক্তরাষ্ট্র। তালেবান দমনের নামে পাকিস্তানকে তো আগে থেকেই বলা চলে উপনিবেশে পরিণত করেছে। বিষয়টিকে বৈধতা দেয়ার জন্য এখন তারা একা কোথাও আগ্রাসন চালায় না। বিভিন্ন তাঁবেদার রাষ্ট্রকে সঙ্গে নিয়ে জোটবদ্ধ ধ্বংসলীলা চালায়। স্বাধীনতাকামী রাষ্ট্র এবং জনগণকে এই অরাজকতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।

নিবারণ চক্রবর্তী
বাসাবো, ঢাকা

দেশের উন্নয়নে আন্দোলন

বিরোধী দল সবসময় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। কিন্তু আন্দোলন দেশের উন্নয়নের জন্য না হয়ে অর্থনীতির ক্ষতি বয়ে আনে। ফলে দেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। বিভিন্ন দেশ তাদের পণ্য এ দেশে রফতানি করতে আগ্রহ হারায়। ব্যবসায়ীরাও ক্ষতির সম্মুখীন হন। অতীতের আন্দোলন থেকে আমাদের রাজনীতিবিদরা প্রেরণা নিতে পারেন। যে জাতির ইতিহাস আন্দোলন-সংগ্রামে এত সমৃদ্ধ, সে জাতি কেন আন্দোলনের নামে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতিসাধন করবে?

সঞ্জিত মণ্ডল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আইনের শাসনের সবক

বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ সর্বোত্তম বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান ডব্লিউ মজিনা। তবে তিনি এ-ও বলেছেন, যদি দুর্নীতি কমানো এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলে বাংলাদেশে বিনিয়োগের অভাব হবে না। ঘুরে-ফিরে সেই একই কথা। একজন রাষ্ট্রদূত কি এ ধরনের মন্তব্য করতে পারেন? তিনি তো প্রকারান্তরে বলেই ফেললেন, বাংলাদেশে আইনের শাসন নেই। তিনি কি বাংলাদেশকে পরামর্শ দিচ্ছেন নাকি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের পরোক্ষভাবে সাবধান করছেন যাতে তারা এদেশে বিনিয়োগ না করে? তাকে তলব করে সতর্ক করার মতো দৃঢ়তাও আমাদের নেই। মার্কিনিদের কাছ থেকে শিখতে হবে আইনের শাসন কাকে বলে!

জিকরুল আলম
নবাবগঞ্জ, ঢাকা

নির্ভার শিক্ষামন্ত্রী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় রেকর্ড পরিমাণ শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়েছে। অথচ এ বিষয়ে কোনো কথা বলা যাবে না। শিক্ষার মান ও অস্বাভাবিক পাসের হার নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করা যাবে না। সমালোচনা করলেই ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে চিহ্নিত হতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ অভিযোগ করেছেন, শিক্ষার্থীদের মনোবল নষ্ট করতেই ভর্তি পরীক্ষার ফল নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করা হচ্ছে। আমার পাল্টা প্রশ্ন, শিক্ষার্থীদের হতাশাগ্রস্ত করে কার লাভ? শিক্ষামন্ত্রী নিজে কোনো দায় নিতে নারাজ। তিনি ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতিতে ভুল দেখছেন। তাকে কে বোঝাবে বছরের পর বছর তো এই পদ্ধতিতেই পরীক্ষা হলো!

সাদাত হোসেন
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

সত্যিই কি সুখে আছি?

লঞ্চ ডুবলে আমরা কিছুদিন শোরগোল করি। এরপর সব চুপ! ভবন ধসে পড়ে, হরতাল-অবরোধে নিরীহ মানুষকে বেঘোরে প্রাণ দিতে হয়, বাসভর্তি রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ পুড়ে কয়লা হয়ে যায়; তৃষা, সনি, ঋতুরা অকালে চলে যায়, শাহ এএমএস কিবরিয়া, আহসানউল্লাহ মাস্টার, আইভী রহমানের মতো সজ্জন মানুষগুলো নির্মমভাবে নিহত হন, আমরা কিছুদিন শোরগোল করি। এরপর সবকিছুই আগের মতো। আমরা ভুলে যাই সব! সুখে থাকার অভিনয় করি। নাকি সত্যিই সুখে থাকি! সুখী মানুষের দেশের তালিকায় বাংলাদেশের নাম প্রথম সারিতে দেখে আমি সুখী হই না, বরং ভয় হয়।

জাকারিয়া শিপন
ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ, ঢাকা

আমার কিছু প্রস্তাব

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অন্যতম আকর্ষণ 'বুদ্ধির খেলা'। মেধা যাচাইয়ের এক অন্যতম পদক্ষেপ এটি। প্রতিমাসে বিজয়ী ঘোষণা করে প্রাইজবন্ড দেয়া হয়, যা মেধাবীদের উৎসাহ জোগায়। আমার কথা হলো, সব সংখ্যায় সব প্রশ্নের উত্তর দেয়া পাঠকদের অনেক সময় সম্ভব হয় না। আমার প্রস্তাব চারপর্বে বুদ্ধির খেলা সমাপন করা হোক। প্রতি পর্বে প্রশ্নের মান ২৫ নম্বর নির্ধারণ করে মাসে ১০০ নম্বরের পরীক্ষা নেয়া হোক এবং সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত পাঠককে বিজয়ী ঘোষণা করা হোক। সমনম্বর প্রাপ্তের সংখ্যা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী ঘোষণা করা হোক।

করুণাময় চক্রবর্তী
জজকোর্ট, হবিগঞ্জ

কথায় নয়, কাজেই পরিচয়

আমাদের দেশে কথা বলার লোকের অভাব নেই, কাজের লোকের বড়ই অভাব। রাজনীতিক, মন্ত্রী, নেতা-নেত্রী, চেয়ারম্যান, মেম্বার সবাই কথা বলে বেশি, কাজ করে কম। মানুষকে ধোঁকা বা বোকা বানানোর চেষ্টার মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ফুটে ওঠে। অন্যদিকে দুর্নীতির জন্য আজ দেশে সব উন্নয়ন ও অগ্রগতির চাকা স্থবির হয়ে পড়ছে। সব মহলের কাছে আমাদের আহ্বান, কথা নয়– কাজ করে দেখান। কাজেই আপনার পরিচয় ও সফলতা।

মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী
ফরিদাবাদ, ঢাকা

পাঠক ফোরামে লেখা ও ছবি পাঠানোর ঠিকানা
পাঠক ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০
ডেইলি স্টার সেন্টার, ৬৪-৬৫ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, ঢাকা-১২১৫
ই-মেইল : info.shaptahik2000@gmail.com